ইউনিট ১

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

Psychology & Educational Psychology

ভূমিকা

মানুষের জানবার আকাংক্ষা অপরিসীম। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যভেদে তাই তার যাত্রা রয়েছে অব্যাহত। মানুষ এবং প্রাণীকে জানবার আগ্রহ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মনোবিজ্ঞান নামক একটি বিজ্ঞান বিষয়ের। মনোবিজ্ঞানের অনেকগুলো প্রায়োগিক শাখা রয়েছে। মনোবিজ্ঞানের এমনি একটি প্রায়োগিক শাখা হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান।

এই ইউনিটে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য এই ইউনিটকে আমরা নিচের ছয়টি পাঠে ভাগ করেছি।

পাঠ - ১ মনোবিজ্ঞান কি ও কেন?
পাঠ - ২ মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিসর
পাঠ - ৩ মনোবিজ্ঞানের শাখা
পাঠ - ৪ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিসর
পাঠ - ৫ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহ
পাঠ - ৬ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতি

পাঠ ১

মনোবিজ্ঞান ঃ কি ও কেন ?
[Psychology]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ‘মনোবিজ্ঞান’ শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রদত্ত সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মনোবিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দিতে সক্ষম হবেন
- মনোবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্ষ্র্কে বলতে পারবেন।

Psychology শব্দের উৎপত্তি

‘সাইকি’(Psyche) এবং ‘লোগোস’ (Logos) এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত শব্দ ‘সাইকোলজি’ (Psychology)। শব্দ দুটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। ‘সাইকি’ অর্থ আত্মা এবং ‘লোগোস’ অর্থ বিজ্ঞান। ‘আত্মা’ এবং ‘মন’কে প্রাচীন দার্শনিকেরা একই অর্থে ব্যবহার করতেন। তাই মনোবিজ্ঞানের উৎস দর্শনশাস্ত্র । এরিস্টটল,প্লেটো এবং সক্রেটিস তাঁদের লেখায় আত্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সর্বপ্রথম এরিস্টটল (Aristotle) তাঁর উব অহরসধ নামক গ্রন্থে ‘সাইকোলজি’ সম্পর্কে বিশদভাবে লিখেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মনোবিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্র থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মনোবিজ্ঞানের গবেষণাম লক পরীক্ষা শুরু হয় ১৮৭৯ সালে। আর এ কাজটি শুরু করেন জার্মানির লিপজিগের মনোবিজ্ঞানী উন্ড (Wundt ১৮৩২-১৯২০)। আর তখন থেকেই মনোবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে বিবেচিত হয়। প্রথমে মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান, পরে মন ও চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিক কালে আচরণের বিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চিত্র ১-১.১ **Wilhelm Wundt**

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে মনোবিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখন আমরা সেগুলি পর্যালোচনা করে দেখব।

মনোবিজ্ঞানের প্রাচীন সংজ্ঞা

আত্মাসম্পর্কীয় বিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান

এই সংজ্ঞাকে সমর্থন দিয়েছেন প্লেটো, এরিস্টটল ও মাহের প্রমুখ। কিন্তু এ সংজ্ঞাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ সমর্থন করেন না। কারণ মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত বলেই এর বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের আওতায় আসা প্রয়োজন কিন্তু আত্মকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের বিষয় হিসেবে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, এ কারণেই আত্মা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না।

‘’

এনসম্পর্কীয় বিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান

এ সংজ্ঞাটি দিয়েছেন হফডিং। কিন্তু এ সংজ্ঞাটিও সন্তোষজনক নয়। কারণ আত্মার মতই মনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না। ধরাঁছোঁয়া এবং বিশেষ কোন অবয়বে একে দেখা যায়

না। এ ছাড়া মনোবিজ্ঞান কোন ধরনের বিজ্ঞান তা এখানে উল্লেখ নেই। মানবীয় আচরণ ও দৈহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কেও এতে কোন কিছু বলা হয়নি।

মনোবিজ্ঞান চেতনার বিজ্ঞান

ডেকার্টে, এঞ্জেল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ মানোবিজ্ঞানকে চেতনার বিজ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ সংজ্ঞাটিও গৃহীত হয়নি। কারণ এই সংজ্ঞায় 'চেতনা' ও 'মন' কে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া 'মনের' চেতন স্তর ছাড়াও 'অবচেতন' এবং 'অচেতন' স্তর রয়েছে। চেতন স্তর মনের একটি অংশ মাত্র। খন্ডিত অংশ দিয়ে একটি সমগ্র বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই এ সংজ্ঞাটিও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। 'আত্মা' এবং 'মন' যেমন অস্পষ্ট তেমনি চেতনাও অস্পষ্ট। আবার এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা হলে প্রাণী, শিশু এবং অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের শাখারূপে গণ্য করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া মনোবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ না ব্যক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞান তা এখানে বলা হয়নি। আচরণ ও দৈহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কেও কোনও উল্লেখ নেই এখানে।

মানসিক অবস্থা এবং প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানী স্টাউটের মতে, মানসিক অবস্থা এবং প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান। এখানে আত্মা, মন এবং চেতনার কোন উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মনোবিজ্ঞান কোন ধরনের বিজ্ঞান এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি।

মনোবিজ্ঞান মানবীয় আচরণের বিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা

যে বিজ্ঞান মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে তা মনোবিজ্ঞান। এ সংজ্ঞাটির উদ্ভাবক জে,বি,ওয়াটসন (Watson ১৮৭৮-১৯৫৮)। আচরণ বলতে আমরা উদ্দীপকের উপস্থিতিতে মানুষের প্রতিক্রিয়াকে বুঝে থাকি। প্রাত্যাহিক জীবনে আমরা হাসি,কাঁদি,ভয় পাই আর এর সবই হচ্ছে আচরণের উদাহরণ। এগুলি কোন উদ্দীপকের কারণেই ঘটে থাকে। মানুষের আচরণ তার মন, চেতনা ও মানসিক প্রক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। এ সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ আচরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায়। তবে মনোবিজ্ঞানের আওতায় যাবতীয় প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় বলে এখানে শুধু মানুষের আচরণ সম্পর্কে উল্লেখ করায় সংজ্ঞাটি সীমিত হয়ে পড়েছে।

চিত্র ১-১.২ Watson

জীবিত জীবের আচরণ সম্পর্কীয় বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান

ম্যাকডুগালের এ সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় আলাদা। এ সংজ্ঞায় শুধু মানুষ নয়, যাবতীয় জীবিত প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যার দাবি করছে। এছাড়া মনোবিজ্ঞান কোন ধরনের বিজ্ঞান এখানে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জীবের কার্যকলাপ যেভাবে ঘটে সেভাবে ব্যাখ্যা করাই বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের কাজ। মনোবিজ্ঞানের কাজও তাই। এ জন্য বলা যায় সংজ্ঞাটি তুলনামূলক ভাবে গ্রহণযোগ্য।

পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। সংজ্ঞাটি তাহলে ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথমত আমরা যে আচরণই করি না কেন তার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক আছে। যেমন সাপকে দেখলে

আমরা ভয় পাই। এর ফলে আমরা হয় দৌড়াই, না হয় কাউকে ডেকে পাঠাই অথবা অন্য কিছু করি। দ্বিতীয়ত জীবের ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটে তা ব্যাখ্যা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ- তাই এটি বস্তুনিষ্ঠ। তৃতীয়ত কার্যকলাপ বলতে উডওয়ার্থ জীবের যাবতীয় আচরণ বা কার্যকলাপকে বুঝিয়েছেন। চতুর্থত ব্যক্তিবিশেষ বলতে তিনি ব্যক্তির দেহ ও মনের সমন্বিত রূপকেই বুঝিয়েছেন।

দর্শনশাস্ত্র থেকে মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি। প্রথমে আত্ন তারপর মন, চেতনা, মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়া এবং পরিশেষে মানুষের আচরণ মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। জীবিত জীবের আচরণ, ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. 'সাইকি' কোন দেশীয় শব্দ?
   ক. চীন
   খ. ল্যাটিন
   গ. গ্রীক
   ঘ. ইংরেজি

২. 'মনোবিজ্ঞান আচরণের বিজ্ঞান' কে এ সংজ্ঞাটি দিয়েছেন?
   ক. ম্যাকডুগাল
   খ. ওয়াটসন
   গ. ডেকার্টে
   ঘ. হফডিং

৩. লিপজিগে কত সালে মনোবিজ্ঞানের গবেষনাগার স্থাপিত হয়?
   ক. ১৮৭৯
   খ. ১৭৮৯
   গ. ১৮৭৬
   ঘ. ১৭৭৮

৪. 'ব্যক্তিবিশেষ' বলতে উডওয়ার্থ কি বুঝিয়েছেন?
   ক. ব্যক্তির দেহ ও মনের সমন্নয়
   খ. ব্যক্তির প্রাত্যিহিক কার্যকলাপ
   গ. ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনা
   ঘ. ব্যক্তির আত্মিক বিকাশ

৫. 'De- Anima' নামক গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
   ক. প্লেটো
   খ. এরিস্টটল
   গ. ওয়াটসন
   ঘ. থর্নডাইক

৬. মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কোনটি?
   ক. মানুষ
   খ. প্রাণী
   গ. জীবিত প্রাণী
   ঘ. সামাজিক প্রাণী

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মনোবিজ্ঞান কে 'আত্মার বিজ্ঞান' হিসেবে গ্রহণ করা যায় না কেন?

২. মনোবিজ্ঞান কে যাবতীয় জীবের আচরণ সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয় কেন?

৩. বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান কাকে বলা হয়?

৪. আচরণ বলতে কি বোঝানো হয়? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

৫. উডওয়ার্থ প্রদত্ত মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। খ, ৩। ক, ৪। ৫। ৬।

পাঠ ২

মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিসর
[Nature and Scope of Psychology]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন
- মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন
- মনোবিজ্ঞানে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী নিয়ে আলোচনা হয় তা বলতে পারবেন
- মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।

প্রকৃতি

মনোবিজ্ঞান আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ সে আচরণ কার? সে আচরণ অবশ্যই মানুষ এবং যাবতীয় জীবিত প্রাণীর। প্রথমত মানুষের আচরণ হলে তা কি বয়স্ক মানুষ না শিশুর আচরণ? আসলে একটি মানুষের সমগ্র জীবন তথা জীবনাচরণই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার আগে যতদিন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তার পর্যালোচনা করাও মনোবিজ্ঞানের কাজ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, মাতৃগর্ভে অবস্থান থেকে শুরু করে আমৃত্যু মানুষ যে আচরণ করে সে বিষয়ে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান। হাসি-কান্না,সুখ-দুঃখ,আনন্দ-বেদনা,সফলতা-ব্যর্থতা নিয়েই জীবন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা যে আচরণ করি তা আলোচনা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। এ ছাড়া, কি ভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সফল ভাবে অভিযোজন করতে পারি তার নির্দেশনা দান ও পরিচালনা করার ব্যাপারে সাহায্য করে মনোবিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক

মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র , প্রাণিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, শরীরতত্ত্ব, প্রাণরসায়ন ইত্যাদির রয়েছে গভীর সম্পর্ক। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। মনে করুন, নিউটনের সামনে আপেল মাটিতে পড়ার কথা। আপেলটি মাটিতে পড়লে তাঁর মধ্যে যে সব প্রতিক্রিয়া হল-তা জীববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। আবার আপেলটি যে গতিতে এবং যে ওজন নিয়ে মাটিতে পড়েছে তা পদার্থবিদ্যার বিষয়। এখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটি নিয়ে বিজ্ঞানী নিউটন যে আচরণ করেছেন তা মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

যে কোন মানুষের বা প্রাণীর আচরণ তার বংশগত এবং পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। বাঘকে আমরা হিংস্র প্রাণী আবার হরিণকে নিরীহ প্রাণী বলি কেন ? তাদের আচরণ দেখেই, আমরা তা বলি। এমনি অসংখ্য ব্যাপারে বিচার বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞান। আমরা যখন চরম হতাশায় অন্ধকারে হাবুডুবু খাই তখন মনোবিজ্ঞান আমাদের সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে। এভাবে জীবন পরিবেশের নানা সমস্যার প্রতিবিধান ও প্রতিকার করতে গিয়ে আমরা মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে থাকি।

শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী,শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ, শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, পাঠদান পদ্ধতি, শিখন প্রক্রিয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান।

পরিসর

মনোবিজ্ঞানের পরিসর বলতে আমরা বুঝি মনোবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি ।

মানসিক প্রক্রিয়া

মানসিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। স্মৃতি, বিস্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন, মনোযোগ, প্রত্যক্ষণ, যুক্তি, সামান্যীকরণ, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি এর আওতায় আসে।

বংশগতি ও পরিবেশ

আচরণ মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয় বলেই এর দুটি বিশেষ উপাদান হচ্ছে বংশগতি এবং পরিবেশ। এ ছাড়া বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব শিখন,প্রেষণা এগুলোও এর আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

আচরণ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দিকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই কোন বিষয়কে বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করে। বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বনে আচরণের কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করা মনোবিজ্ঞানের অন্যতম কাজ। শিশুদের আচরণ, বাড়ন বৈশিষ্ট্য, প্রাণীর আচরণ,আচরণের ভিত্তি হিসেবে মানুষ ও যাবতীয় প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, ব্যক্তিমন,সমাজ-মন,স্বাভাবিক ও অস্বাভাবী মন সবই মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু।

উৎপাদন

উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট মালিক, শ্রমিক, উৎপাদন, কর্মদক্ষতা, শ্রমের পরিবেশ, ক্রেতার চাহিদা,মনোভাব, বৃত্তি নির্বাচন, প্রশিক্ষণ নিয়েও মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। এ শাখার নাম শিল্প মনোবিজ্ঞান। কলকারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেশিন তৈরী করা হয় মানুষের উপযোগী করে। একজন পাইলটের ব্যবহারের সুবিধার জন্যই তৈরি হয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত বিমান। মনোবিজ্ঞানের আরেকটি দিক Ergonomics বা Human Engineering এ বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন।

শিক্ষা

মনোবিজ্ঞান শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবিষয়, পাঠদানের পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর চাহিদা, প্রেষণা, মুল্যায়ন ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আওতায় ব্যাপক আলোচনা করে থাকে। এ ব্যাপারে আমরা বিশদভাবে পরে জানতে পারব। মনোবিজ্ঞান মানুষ ছাড়াও প্রাণিমন নিয়েও ব্যাপক আলোচনা করে। এটি তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত।

মনোবিজ্ঞানের কাজ হল মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা করা। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই সেখানে মনোবিজ্ঞানের অবদান নেই। মনোবিজ্ঞানের সাথে রয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, পেশাগত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে মনোবিজ্ঞানের অবাধ গতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. মনোবিজ্ঞান মানুষের কোন সময়ের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে?
   ক. জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল
   খ. ভ্রূণ থেকে মৃত্যু
   গ. শৈশব থেকে মৃত্যু
   ঘ. ভ্রূণ থেকে শৈশব

২. পরিসর বলতে কি বোঝায়?
   ক. সীমাবদ্ধতা
   খ. ব্যাপকতা
   গ. সংকীর্ণতা
   ঘ. অসীমতা

৩. মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা কোনটি ?
   ক. ব্যক্তিত্ব
   খ. সমাজ-মন
   গ. বংশগতি
   ঘ. চিরন্তন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। মনোবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। আচরণ কি ? আমরা কি ভাবে কোন প্রাণী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে পারি?

৩। শিল্প মনোবিজ্ঞানের সাথে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। খ, ২। খ, ৩। ঘ

পাঠ ৩

মনোবিজ্ঞানের শাখা

[Branches of Psychology]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার নাম বলতে পারবেন
- প্রতিটি শাখার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন
- শাখাগুলির তুলনামীলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- শাখাগুলির প্রয়োগিক দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

এর পূর্বের পাঠে আমরা দেখেছি যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিস্তৃত পরিধি রয়েছে। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার কারণে সেই বিস্তৃত পরিধিকে আমরা নিম্নরূপ শাখায় বিভক্ত করতে পারি। আমরা এখন সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখব।

সাধারণ মনোবিজ্ঞান (General Psychology)

মনোবিজ্ঞানের সাধারণ নীতি-পদ্ধতিসমূহ যেখানে সমন্বিতভাবে আলোচিত হয়ে থাকে সে শাখা হলো সাধারণ মনোবিজ্ঞান। কোন একটি বিশেষ শাখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখানে গভীর ভাবে আলোচনা করা হয় না। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর আচরণের সাধারণ দিকগুলো এখানে বিয়য়বস্তু হিসেবে স্থান পায়। এই শাখার সাধারণ নিয়মগুলিই বিশেষ বিশেষ শাখায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো পদ্ধতি,আচরণের জৈবিক ভিত্তি, বুদ্ধি, চিরন্তন, ব্যক্তিত্ব, শিখন, স্মৃতি-বিস্মৃতি,মনোযোগ, প্রেষণা, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি।

অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology)

মনোবিজ্ঞানের এই শাখা মানুষের অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। আচরণের যে স্বাভাবিক মান আছে সেই স্বাভাবিক মান থেকে ভিন্নতর আচরণকেই অস্বাভাবিক আচরণ বলে। যেমন আমরা স্বাভাবিকভাবে হাসি কাঁদি বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন কেউ যদি কারণ ছাড়াই যখন তখন হাসে বা কাঁদে তখন তার আচরণ অস্বাভাবিক পর্যায়ে পড়বে। প্রয়োজনে হাত পরিষ্কার করা স্বাভাবিক আচরণ; কিন্তু কেউ যদি সর্বক্ষণ হাত পরিষ্কার

করতেই থাকে তবে সেই আচরণ অস্বাভাবিক। অধ্যাস, অমূল প্রত্যক্ষণ, ভ্রান্ত বিশ্বাস, হঠাৎ স্মৃতিলোপ, বাতুলতা, মিথ্যা ভয়.মূর্ছা রোগ, বহু ব্যক্তিত্ব, দ্বৈত ব্যক্তিত্ব-এই সব অস্বাভাবিকতার উৎপত্তি, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা পদ্ধতি আরোগ্য-সম্ভাবনা ইত্যাদি এই শাখার আলোচ্য বিষয়। সেই সাথে মানসিক প্রতিবন্ধী,ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিরাও এর আওতায় পড়ে।

শিশু মনোবিজ্ঞান (Child Psychology)

যে শাখা শিশুদের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে তাকে শিশু মনোবিজ্ঞান বলে। শিশুর ভ্রূণ অবস্থা থেকে বয়ঃসন্ধিকালের বিস্তৃত সময়ের পর্যায়ক্রমিক বিকাশধারার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা এই শাখায় অন্তর্ভুক্ত। শিশুর মানসিক প্রক্রিয়া, তার ক্রমবিকাশ, বংশগতি, পরিবেশ, দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত, কৃষ্টিগত, বিকাশের ধারা, তার

আবেগ,অনুভ তি,কল্পনা,শিখন প্রক্রিয়া, শিশুর অস্বাভাবিক আচরণ, বয়স্কদের সাথে শিশু মনের পার্থক্য শিশু মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। শিশু মনোবিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন যে সব মনোবিজ্ঞানী তাঁরা হলেন- ওয়াটসন, বিঁনে, কার্ল গ্রুজ, স্ট্যানলি হল, ফ্রয়েড, জাঁ পিয়াজে, হারলক, ব্রুনার,হ্যাভিঙ্গহার্স্ট, কারমাইকেল প্রমুখ।

চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology)

মানসিক রোগের উৎপত্তি, কারণ, ধরন, বিশ্লেষণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে মনোবিজ্ঞানের যে শাখা তাকে চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান বলে। এই প্রয়োগিক শাখায় কাজ করেন- মনোচিকিৎসক (Psychiatrist), মনোসমীক্ষক (Psychoanalysঃ) এবং চিকিৎসাম লক মনোবিজ্ঞানী (Clinical Psychologist/Counselor)। মনোচিকিৎসক এবং মনোসমীক্ষকগণকে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। এরপর তাদেরকে মানসিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারা ঔষধ পত্র, তড়িতাঘাত ও মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে চিকিৎসা করে থাকেন। ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসরণে স্বপ্ন বিশ্লেষণ, মুক্ত অনুষঙ্গ (Free Association) শৈশবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে চিকিৎসা করেন মনোসমীক্ষগণ। মনোচিকিৎসা পদ্ধতি (Psychotherapy) ও মনোবিকৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হয় চিকিৎসাম লক মনোবিজ্ঞানীকে। বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা যেমন ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা, বুদ্ধি অভীক্ষা, মনঃসমীক্ষণ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে তারা চিকিৎসা করে থাকেন।

নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান (Counselling Psychology)

আমাদের চারপাশের জগৎ ও জীবন নানা সমস্যা সংকুল। প্রতিনিয়ত আমরা ব্যক্তিগত জীবনে অথবা পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। এ সব সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের যে শাখা নিয়োজিত তাকে নিদের্শনা মনোবিজ্ঞান বলে। এখানেও নির্দেশককে (Counselor) নির্দেশনা দান সংক্রান্ত নৈপূণ্য অর্জনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

শিক্ষার্থীর অমনোযোগিতা,স্কুল পলায়ন, অপরাধপ্রবণতা অথবা দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য, চাকরী ক্ষেত্রে খাপ খাওয়ানোর অসুবিধা এমনি অসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান কাজ করে। অভীক্ষা প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহের পর নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ব্যাংকে বা ব্যবসায়িক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণী মনোবিজ্ঞান (Animal Psychology)

প্রাণীর আচরণ মনোবিজ্ঞানের এ শাখায় আলোচিত হয়। এ শাখাকে তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানও (Comparative Psychology) বলা হয়ে থাকে। মানুষের আচরণের সাথে প্রাণীর আচরণের তুলনা করে কতগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। উপরন্তু সব ক্ষেত্রে মানুষকে নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হয় না। সে সব ক্ষেত্রে প্রাণীর উপর গবেষণা চালানো হয়। নূতন ঔষধ আবিষ্কার করার পর তা কোনও প্রাণীর উপর আগে প্রয়োগ করা হয়- তারপর ফলাফল লক্ষ্য করে মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানীগণ বেশীরভাগ পরীক্ষণে ইদুর,

মাছ, বানর, কুকুর, মুরগী, বিড়াল, শিম্পাঞ্জীকে ব্যবহার করেন। এছাড়া মানুষের আচরণ সতত পরিবর্তনশীল। সেই তুলনায় প্রাণীর আচরণ আপেক্ষাকৃত সরল। তাই তাদেরকে নিয়ে পরীক্ষণ চালানো সহজ ও যৌক্তিক।

বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান (Developmental Psychology)

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে আমৃত্যু ব্যক্তির বিকাশম লক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা

করে এ মনোবিজ্ঞানের শাখা। ব্যক্তির জন্মপ র্ববর্তী, জন্মমুহূর্ত এবং জন্ম পরবর্তী কালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, তার শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক বিকাশ নিয়ে মনোবিজ্ঞানের এ শাখা আলোচনা করে।

পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology)

গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে মনোবিজ্ঞানের যে শাখায় মানুষ ও প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়, তাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় সে

শাখাকে পরীক্ষণম লক মনোবিজ্ঞান বলা হয়। মনোবিজ্ঞানী উন্ড (Wundt) কে পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি জার্মানীর লিপজিগে ১৮৭৯ সালে সর্বপ্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করে পরীক্ষণ শুরু করেন। পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞাকে বিজ্ঞানের আসনে উন্নীত করেছে।

শিল্প মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology)

মনোবিজ্ঞানের এ শাখা শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সংঘটিত মানব আচরণের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। এটি মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। একটি শিল্পে

যেমন থাকে যন্ত্র তেমনি থাকে শ্রমিক,মালিক,ক্রেতা,বিক্রেতা,শ্রমের পরিবেশ ইত্যাদি। বিশেষ কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন,কাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি,শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক, ক্রেতার চাহিদা, কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা শিল্পমূলক মনোবিজ্ঞানের কাজ।

শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান (Psysiological Psychology)

আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলো শারীরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয় তা শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র,পেশী, গ্রন্থিসমূহ,স্বয়ংক্রিয়স্নায়ুতন্ত্র যা মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ - এগুলিই শরীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। প্যাভলভ, ক্যানন, শেরিংটন, উন্ড, হেবার-ফেকনার, ল্যাশলে মনোবিজ্ঞানের এই শাখায় যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। সমাজের সাথে মানুষের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। সমাজ এবং কৃষ্টি যেমন ব্যক্তির আচরণ, মনোভাব ও মূল্যবোধ গঠনে ভূমিকা রাখে তেমনি মানুষের চাহিদা, চিন্তাধারা, রুচি, আদর্শ সমাজকে প্রভাবিত করে। সমাজ মনোবিজ্ঞানী সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সমাজবদ্ধ আচরণ,

মূল্যবোধ, পূর্বসংস্কার, বদ্ধমূলধারণা, আন্ত -পারস্তরিক সম্পর্ক, প্রচারণা, জনমত ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে।

মানস পরিমাপক মনোবিজ্ঞান (Psychometrics Psychology)

মনোবিজ্ঞানের এ শাখায় মানুষের সব রকম গুণাবলী পরিমাপের জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থায় অভীক্ষা উদ্ভাবন এবং তথ্যাদি পরিসংখ্যানের ব্যবহার আলোচিত হয়।

যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার অনুরূপ যন্ত্র উদ্ভাবিত হচ্ছে। কম্পিউটার, রোবোট,অনুবাদক যন্ত্র ইত্যাদি আবিষ্কার করে সাইবারনেটিক (Cybernetic) মনোবিজ্ঞানীগণ যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)

মনোবিজ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি ও নীতিগুলিকে শিখনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বলে। শিক্ষক,শিক্ষার্থী, শিখন পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, পাঠ্যবিষয়, মূল্যায়ন, শিখন পরিবেশ, শিখন প্রক্রিয়া ইত্যাদি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

শিক্ষার্থীকে না জেনে শিক্ষাদানের কাজটি সফলভাবে করা যায় না। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বিকাশমান জীবনের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদাসমূহ সম্পূর্কে সুষ্ঠু ধারণা লাভে সহায়তা করে। এছাড়া কি কি প্রক্রিয়ায় কোন পদ্ধতিতে শিখন ফলপ্রসু হবে -শিক্ষা মনোবিজ্ঞান তা আলোচনা করে। সফল শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে কিভাবে তৈরী হতে হবে তাকে কি কি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে-তাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

শিখনের জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। শিখনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কেও তাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আলোকপাত করে। মূল্যায়নের জ্ঞান ছাড়া শিখনের ফলাফল সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না - এ ব্যাপারেও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করে সাহায্য করে থাকে। মনোযোগ, স্মৃতি-বিস্মৃতি, অবসাদ, প্রেষণা, শিখন পদ্ধতি, শিখন প্রক্রিয়া, সঞ্চালন নিয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। মোট কথা শিখন সংক্রান্ত সমগ্র ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানের সাধারণ নীতিগুলি নিয়েই শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

মনোবিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখাই জীবন ঘনিষ্ট। জীবনাচরণের বিশেষ দিকগুলো সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ, উদ্ভূত সমস্যা নিরসন ও সঙ্গতি বিধানই শাখাগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. সাধারন মনোবিজ্ঞানে কার আচরণ আলোচিত হয়?
   ক. মানুষ
   খ. প্রাণী
   গ. মানুষ ও প্রাণী
   ঘ. উপরের একটি ও না

২. বিশিষ্ট শিশু মনোবিজ্ঞানী কে?
   ক. কোহলার
   খ. জ্যাঁ পিয়াজে
   গ. থর্নডাইক
   ঘ. টো

৩. স্বপ্ন বিশ্লেষণ ও মুক্ত অনুষংখের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন?
   ক. মনো চিকিৎসক
   খ. মনঃসমীক্ষক
   গ. চিকিৎসাম লক মনোবিজ্ঞানী
   ঘ. সাধারণ মনোবিজ্ঞানী

৪. নিদের্শনা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কোনটি?
   ক. স্কুল পালানো
   খ. অপরাধপ্রবণতা
   গ. পারিবারিক কলহ
   ঘ. উপরের সবক'টি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সাধারণ ও অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য গুলি আলোচনা করুন।

২. শিশু মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারনা দিন।

৩. শিল্প মনোবিজ্ঞান কি? এ ধরনের মনোবিজ্ঞানের কি প্রয়োজন?

৪. সমাজ মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন

সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। গ, ২। খ, ৩। খ, ৪। ঘ

পাঠ ৪

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিসর
[Nature and Scope of Educational Psychology]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সাথে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিধি বা পরিসর সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত (Applied) শাখা। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের শিক্ষা সম্পর্কিত আচরণের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং এসব সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের মূলনীতি সমূহ কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে জানা যায়।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাসমূহ

এবার আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী প্রদত্ত শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞার সাথে পরিচিত হব।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হেনরি ক্লে লিন্ডগ্রেন (১৯৬৭) বলেন, *"শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের এমন একটি ফলিত শাখা যেখানে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিরসন এবং শিক্ষার কলাকৌশল ও কার্যক্রম উন্নয়নে মনোবিজ্ঞানের ম লনীতি ও পদ্ধতি-প্রক্রিয়া কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করে"।*

মনোবিজ্ঞানী বাণার্ড-এর মত হল, *"শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে সংঘটিত আচরণ অনুশীলন করে। অর্থাৎ শিখণ (Learning) এবং শিক্ষাদান (Teaching) সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে"।*

অপরদিকে মনোবিজ্ঞানী কোলেসনিক বলেন, *"শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা এবং এর উন্নতি সাধনের জন্য মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানই হলো শিক্ষা মনোবিজ্ঞান"।*

আর মনোবিজ্ঞানী জাড-এর মতে, *"শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যা ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে"।*

৫৭

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকটি দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তা হল —

- এটি মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা।

- শেখা ও শেখানোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কিত ধারণা দানই এর মূখ্য বিবেচ্য।
- এর পরিসর কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমিত নয় বরং সমগ্র জীবনব্যাপী। কারণ শেখা ও শেখানোর কাজটি জীবনব্যাপী অব্যাহত থাকে।
- শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিরসন এবং শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন এর লক্ষ্যবস্তু।
- শিক্ষার্থীর জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি

কোন কিছু আয়ত্তীকরণই শিখন। সেটা ভাব (Idea) হতে পারে। দক্ষতাও (Skill) হতে পারে। শিখন নির্ভর করে অনুশীলনের উপর। শিখন কি ভাবে সংঘটিত হয় তা জানা আমাদের অবশ্যই দরকার। এ সব ব্যাপারই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। স্মৃতি, বিস্মৃতি, চিন্তন, বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, বিচারক্ষমতা, প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া এবং সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ, আগ্রহ, মনোভাব, প্রেষণা ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি শিখনের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। শিক্ষকের জন্য এ সমস্ত জ্ঞান অপরিহার্য।

বিশিষ্ট শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীগণ

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে যারা অবদান রেখেছেন তাঁরা হচ্ছেন পেস্তালৎসি, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবক জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল, ষ্ট্যনলি হল, জন ডিউই, মন্তেসরি, উইলিয়াম জেমস্, এডওয়ার্ড এল. থনডাইক, স্কিনার প্রমুখ।

গবেষণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। গবেষণার মাধ্যমেই জানা গেছে শিক্ষকের আচার আচরণ কেমন হওয়া দরকার, শিক্ষার্থীর শিক্ষণ পরিবেশকে কিভাবে আকর্ষণীয় করা যায়, কি পদ্ধতিতে কোন উপকরণ ব্যবহার করলে শিখন অধিক ফলপ্রস হবে, কিভাবে শিক্ষার্থীর মাঝে প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়, শিখণের ফলকে জানার জন্য কিভাবে ম ল্যায়ন করা প্রয়োজন, কিভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নির্দেশনা প্রদান করা যায়। এক কথায় বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রটিই হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসর

আচরণের পরিমার্জন বা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনই শিখন। তাই শিক্ষা এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সাথে আচরণ নিবিড়ভাবে জড়িত। শেখা ও শেখানোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এরূপ কয়েকটি দিক আলোচনা করা যাক।

মানুষ এবং প্রাণী কি ভাবে শেখে? শিক্ষার্থী কোন পরিস্থিতিতে অমনোযোগী হয় বা স্কুল থেকে পালায়? উপকরণ ব্যবহার করলে শিখন অধিক কার্যকরী হয় কি না? শিক্ষকের সহানুভূতিম লক আচরণ শিক্ষার্থীকে পাঠের দিকে আকর্ষণ করে কি না? ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্নের জবাব যা শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত তা শিক্ষামনোবিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে দিয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য রযেছে। যষ্ঠ শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীকে পৌরনীতির যে বিষয়বস্তু পড়ানো হয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য তা অবশ্যই ভিন্নতর হবে। ব্যক্তিসত্ত্বার ভিন্নতার জন্য তা করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলি খুঁজে দেখা তাই শিক্ষামনোবিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আচরণ নির্ভর করে বংশগতি আর পরিবেশের ওপর। এর ফলে ব্যক্তিবিশেষের আচরণ, আবেগ ও তার প্রকাশ, চাহিদা, আগ্রহ, প্রেষণা, মনোযোগের মাত্রাও ভিন্নতর হতে বাধ্য। এগুলি তাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত।

শিখন বুদ্ধির উপরে অনেকখানি নির্ভরশীল। স্মৃতি-বিস্মৃতির মাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বুদ্ধিমত্তার। শিখনের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়গুলি নিয়েও তাই শিক্ষামনোবিজ্ঞান গবেষণা করে থাকে। শিক্ষা সব সময় উদ্দেশ্যমুখী। যে কোনও শিক্ষাক্রম তৈরী হয় জাতীয় আদর্শ,সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের আলোকে। যে কোন দেশের বা সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশের বা সমাজের চাহিদা অনুপাতেই তৈরী হয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সমাজের চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জন্য তথ্য সংগ্রহ করে। জীবনভিত্তিক শিক্ষা অর্জন ও বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অবদান রয়েছে।

মূল্যায়ন ও পরিমাপ

ব্যক্তিবিশেষকে গভীরভাবে জানতে তার বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব ,আগ্রহ ইত্যাদি পরিমাপ করা দরকার। আবার ব্যক্তিবিশেষ শিখন ক্ষেত্রে কতটুকু শিখতে পেরেছে, তার সফলতা দূর্বলতা জানতে, শিক্ষকের গৃহীত পদ্ধতির মূল্যায়নে অথবা প্রশাসনিক সফলতা-ব্যর্থতার পরিমাপের প্রয়োজন সবাই স্বীকার করবেন। শিক্ষামনোবিজ্ঞান তাই মূল্যায়ণ ও পরিমাপ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে।

শেখানো-শিখন পরিস্থিতিতে (teaching-learning situation) মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রটিই হলো শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। মানুষের শিক্ষা আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এ দুভাবেই সংঘটিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিখন আচরণের কেমন পরিবর্তন?
   ক. হঠাৎ
   খ. সম্ভাব্য
   গ. একদম অস্থায়ী
   ঘ. অপেক্ষাকৃত স্থায়ী

২. শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন -
   ক. কারমাইকেল
   খ. ফ্রয়েবেল
   গ. শেরিংটন
   ঘ. ফ্রয়েড

৩. আচরণ নির্ভর করে কিসের উপর?
   ক. শুধু বংশগতি
   খ. শুধু পরিবেশ
   গ. বংশগতি ও পরিবেশের উপর
   ঘ. একটিও না

৪. কোন তথ্যটি সঠিক নয়?
   ক. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে না
   খ. সমাজের চাহিদা সাথে শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই
   গ. সমকালীন জীবন চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম তৈরী হয়
   ঘ. বৃত্তি নির্বাচনে শিক্ষামনোবিজ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে

৫. শিখন প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় অন্তর্ভূক্ত?
   ক. নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান
   খ. সাধারণ মনোবিজ্ঞান
   গ. শিশু মনোবিজ্ঞান
   ঘ. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রদত্ত শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পর্কে মতামত দিন।
২. শিক্ষামনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিন
৩. শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পরিসর সম্পর্কে মতামত দিন

সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। ঘ, ২। খ, ৩। গ, ৪। খ, ৫। ঘ

পাঠ ৫

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহ

[Fields of Educational Psychology]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন
- শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত উপাদানগুলি উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সুষ্ঠু শিখনের জন্য কেমন পরিবেশ দরকার তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষার্থী

শিখন সংক্রান্ত উপাদানগুলি শিক্ষামনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু। মনোবিজ্ঞানী লিন্ডগ্রেন এর মতে শিক্ষার্থী, শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও শিখন পরিবেশ,মূলত এই তিন প্রকার উপাদান নিয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু গঠিত। এর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে শিক্ষার্থী। শিক্ষাথীর বৈশিষ্ট্য না জেনে তাকে শিক্ষাগ্রহণে সাফল্যজনকভাবে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব নয়। আধুনিক কালে শিক্ষার ধারা পাল্টে গেছে। শিশুর পারগতা,বয়স, আগ্রহ রুচি, ঝোঁক, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিগত বৈষম্য ইত্যাদিকে সম্পূর্ন অবজ্ঞা করে পূর্বে রচিত হত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। পাঠদান ব্যপারটাও চলতো শিক্ষকের মর্জি মাফিক শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে শিশুকে কেন্দ্র করে যাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child Centered Education)। দুটি বয়স্ক মানুষ যেমন সব দিকে দিয়ে সমান নয়। তেমনিই দুটি শিক্ষার্থীও সব দিক দিয়ে সমান নয়। দৈহিক, মানসিক, মেজাজ, আগ্রহ, পারগতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা, ঝোক, ইত্যদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাঝে রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দিকগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হত না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই সুষ্ঠু ও কার্যকরী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাবলীকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা দরকার।

চিত্র ১-৫.১ একজন শিশু শিক্ষার্থী

শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা

শিখন ব্যক্তিবিশেষের ক্রমবিকাশের সাথে সম্পর্কিত। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমিক ভাবে বিকাশ পেতে থাকে শিশুর দেহ, মন, অনুভূতি, সামাজিক চেতনা,বুদ্ধিমত্তা, ঝোঁক, আগ্রহ ইত্যদি। বিকাশের হার সব শিক্ষার্থীর সমান নয়। শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে তাই এই বিকাশের উপরও গুরুত্ব দিতে হয়। ব্যক্তি বিশেষের বিকাশের সাথে সঙ্গতি রেখে তাই শিক্ষাদান কাজ চালিয়ে নিতে হয়। শিক্ষামনোবিজ্ঞান তাই শিক্ষর্থীর সকল বৈশিষ্ট্য জানার উপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিক্ষার্থীকে জানার পরই তার শিক্ষাদানে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে। সহজ কথায় শিক্ষার্থীর শিখণকে পথনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

শিখনের সাথে অভ্যাস বা অনুশীলনের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। যথার্থ শিখন অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। বার বার অনুশীল করেই টাইপ শেখা যায়,ভাল আবৃত্তি করা যায় বা কঠিন অংকগুলোর সমাধান করা যায়।

নতুন শিখনে অভিজ্ঞতা এবং নতুন আচরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই শিখনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে নতুন কিছু।

শিখনের সাথে পরিণমনের সম্পর্ক

দৈহিক এবং মানসিক বিকাশের শেষ পর্যায়কে বলে পরিণমন (Maturation)। শিখন ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে পরিণমন শিখনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে পরিণমনের। সব ধরণের শিখন সব বয়সে সম্ভব নয় এ জন্য যে পরিণমন ছাড়া শিখন সম্ভব নয়। ৬ মাসের শিশু হাতে কলম ধরে লিখতে পারে না কিন্তু ৫ বৎসর বয়সে তার পক্ষে লেখা সম্ভব হয়। কারণ তখন তার অঙ্গগুলি পরিণমনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিমূর্ত চিরন্তন ৬/৭ বছরে সম্ভব নয় কিন্তু ১৪/১৫ বয়সে তা সম্ভব-কারণ মানসিক পরিণমন বা বুদ্ধির পরিপক্কতা। পরিণমন শিখনের একটি আবশ্যিক উপাদান।

শিখনের সাথে জড়িত থাকে যে কোন সমস্যা। সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই প্রাণীকে কোন প্রতিক্রিয়া উদ্ভাবন বা আয়ত্ব নৈপূর্ণ্যকরতে হয়। এই আবিষ্কার কখনো সহজ কখনো বা

কঠিন হয়। সুষ্ঠু শিখনের জন্য প্রেষণা একান্ত আবশ্যক। আমাদের যা নেই বা কম আছে-তা পাবার জন্য ভিতর থেকে চাহিদার সৃষ্টি হয় তাই-প্রেষণা।

শিখন এই দিকটি বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তরের সন্ধান পাব। সে গুলি হল —

- সমস্যা সমাক্তকরণ
- সমাধান উপযোগী আচরণ উদ্ভাবন
- আচরণের আয়ত্তীকরণ

সমস্যা চিহ্নিত হলেই তার সমাধানের জন্য প্রানিবিশেষ নতুন আচরণ উদ্ভাবন করে এবং তার অনুশীলনের মাধ্যমেই শিখন সংঘটিত হয়।

শিখন প্রক্রিয়া (Learning Process)

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উপাদান হচ্ছে শিখণ প্রক্রিয়া। আমরা কিভাবে শিখি? কেন শিখি? কিভাবে

শিখনকে ফলপ্রস করা যায়? এ সব প্রশ্ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের নানা রকম তথ্য সংগ্রহে এবং পর্যবেক্ষণ ও

পরীক্ষণে ব্যস্ত রেখেছে। এ কারণেই শিখনের প্রকৃতি, পদ্ধতি, কলা-কৌশল, প্রক্রিয়া, প্রকারভেদ, উপকরণ, শিখনের সঞ্চালন ইত্যাদি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়। এছাড়া শিখনের ক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাস্তির প্রভাব, অনগ্রসর ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা, শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সমূহ, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের মানসিক শক্তির সাথে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষনের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত।

চিত্র ১-৫.২ বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিখছে

সাধারণভাবে বলতে পারি এ পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্যই নতুন আচরণ আয়ত্ত করতে হয়। যে প্রাণী বা ব্যক্তি তা আয়ত্ত করতে পারে না-সে টিকে থাকতে পারেনা। নতুন পরিবেশে নতুন সমস্যা দেখা দেয় আর সেখানে তাকে টিকে থাকার জন্যই নতুন আচরণ আয়ত্ত করতে হয়। কোন পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকে আমরা শিখন বলতে পারি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখন থেকে আমরা এ আয়ত্তীকরণের কাজটি শুরু করি ? আর কখনই বা শেষ করি? আসলে আমরা এ কাজটি শুরু করি মাতৃগর্ভ থেকে আর তা করতে থাকি মৃত্যু পর্যন্ত । কাজেই শিখনের কাজটি চলে সারা জীবনব্যাপী।

শিখন প্রক্রিয়ার রয়েছে কতগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য যেমন- আচরণের পরিবর্তন, নতুন অভিজ্ঞতা,বিশেষ গতিপথ, আচরণের উৎকর্ষসাধন, অভ্যাস, নতুনত্ব, পরিণমন, প্রেষণা। এবার এগুলি ব্যাখ্যা করা যাক —

নতুন আচরণ অর্জন করার সামর্থ্যের মাঝ দিয়েই শিক্ষর্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে। মোমবাতির শিখায় হাত দিলে যে কষ্টটি পাবে- তার জন্যই শিশুটি আর ঐ শিখায় হাত দিবে না। এতে করে তার পুরাতন আচরণে পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন আচরণ শিখে। নতুন আচরণ করতে পারাটাই শিখন।

নতুন আচরণ আয়ত্ত করা মানেই নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন। নতুন অভিজ্ঞতা নতুন আচরণ করতে শেখায়। অভিজ্ঞতা থেকেই শিশুটি আর মোমবাতির শিখায় হাত দিবে না। আচরণের থাকে একটি বিশেষ গতিপথ যা তার চাহিদার তৃপ্তি ঘটায়। তৃপ্তি পেতেই শিক্ষার্থী তার আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। আর এভাবেই ঘটে শিখন।

শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তনই শুধু ঘটে না সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ষ সাধনও হয়ে থাকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আরো উপযোগী ও উন্নত আচরণ প্রাণী আয়ত্ত করে থাকে। এতে করে শিখন আরো উন্নত হয়।

শিখন পরিবেশ (Learning Environment)

প্রথমেই আমাদের জানা দরকার পরিবেশ কি ? যে আবেষ্টনীতে আমরা লালিত পালিত হই তাই আমাদের পরিবেশ। আর একটু স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যে প্রাকৃতিক সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে প্রাণী জন্ম নেয়, লালিত পালিত হয় এবং বেড়ে ওঠে এবং আমৃত্য তার ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাই পরিবেশ। আমাদের চারপাশের যে জগৎ প্রতিনিয়ত আমাদের প্রভাবিত করছে তাই পরিবেশ।

শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা অনবদ্য। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় এবং পরিবেশর উপাদানগুলি তার ওপর ক্রিয়াশীল। পরিবেশকে আমরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক। এ দুভাবে ভাগ করতে পারি।

চিত্র ১-৫.৩ শ্রেণীকক্ষ

প্রাকৃতিক পরিবেশ

শিক্ষার্থীর আশেপাশের অবস্থা যেমন আবহাওয়া, জলবায়ু, ভুমিররূপ, বন-জঙ্গল, পশুপাখি, খাদ্য প্রভৃতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উড়িরচরে যে সমস্ত শিশু বসবাস করে তাদের সাথে পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং সমতল ভূমিতে বসবাসকারী শিশুর পার্থক্য থাকবে। তাদের পোষাক, বাচন ভঙ্গি, জীবনের মান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সামাজিক পরিবেশ

সামাজিক পরিবেশের মূখ্য উপাদানগুলি হলো-পরিবার, বিদ্যালয় ও সামাজিক সংগঠন।

পরিবার

পরিবারে শিশুর শিখনের সূচনা ঘটে। প্রথম পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সে যা শিখে তাই তার ভবিষ্যতের পথরেখা হিসাবে নির্দেশনা দেয়। একটি দালানের ভিত যেমন বহুতলার উপযোগী না হলে সেই ভিতের উপর বহুতলা দালান নির্মাণ করা যাবে না ঠিক তেমনি শিশুর পারিবারিক ভিত মজবুত না হলে, অনুকূল না হলে তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে না। পরিবারের চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক পরিচ্ছেদ, ধর্মাচরণ, শিক্ষাদীক্ষা, ঝগড়া-বিবাদ, পিতামাতা ভাই বোনদের সাথে সম্পর্ক, গণতান্ত্রিক অবস্থা সবই শিশুর উপর রেখাপাত করে। পরিবারের অনুকূল পরিবেশে তার শিখন সুষ্ঠু হয়। পরিবারের পরই আসছে প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, খেলার সাথীদের সাথে সম্পর্ক, সমাজের রীতিনীতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, ইত্যাদি। এগুলিও শিক্ষার্থীর শিখনকে প্রভাবিত করে।

বিদ্যালয়

শিশুর জীবনের পরবর্তী পরিবেশ তার বিদ্যালয় যেখানে পরিবারে অর্জিত গুনাবলীর বিস্তৃতি ঘটে। এখানে সে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের রীতিনীতি, নিয়মকানুন, সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাদানের কলাকৌশল, উপদেশ ও নির্দেশনা ইত্যাদি শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক আচরণকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। সৌহার্দ্যপূর্ণ, সহযোগিতামূলক, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তার শিখন ও ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠুবিকাশ ঘটে। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে বর্তমানে বিদ্যমান পরিবেশ শিখনের অনুকূল নয়। শিক্ষাঙ্গনগুলিতে তাই প্রয়োজন শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষকের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পূর্ক ও শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

চিত্র ১-৫.৪ বিদ্যালয়ে ক্ষুদে শিক্ষার্থীবৃন্দ

সামাজিক সংগঠন

সমাজে বিদ্যমান নানারূপ ক্লাব, সাহিত্য সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন, সেবামূলক সংগঠন-যেমন সন্ধানী, রেডক্রিসেন্ট, শিশু কিশোর যুব সংগঠন যেমন-ব্লুবার্ড, বয়স্কাউট, রেভারস গার্লস গাইড, ইত্যাদি সংগঠন প্রভৃতি শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে।

চিত্র ১-৫.৫ শিক্ষার্থীর উপর সংগঠনের প্রভাব

শিক্ষার্থী শিখন প্রক্রিয়া ও শিখন পরিবেশ শিক্ষামনোবিজ্ঞানের মূখ্য বিবেচ্য। শিক্ষার্থীর বিকাশমান জীবনের বৈশিষ্ট্য গুলো জেনে তাকে আকাংক্ষিত আচরণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কাকে কেন্দ্র করে?
   ক. বয়স্ক ব্যক্তি
   খ. শিক্ষায়তন
   গ. শিক্ষক
   ঘ. শিশু

২. শিক্ষক কি ভাবে শিখনে সহায়তা দান করতে পারেন?
   ক. সকল শিক্ষার্থীকে একই ভাবে শেখানোর মাধ্যমে
   খ. যাকে যা খুশি পড়তে দিয়ে
   গ. শিক্ষার্থীকে জেনে
   ঘ. শাস্তির মাধ্যমে বাধ্য করে

৩. আচরণ আয়ত্তীকরণের কাজটি আমরা কখন শুরু করি ?
   ক. মাতৃগর্ভে
   খ. ভূমিষ্ট হওয়ার পর পর
   গ. শৈশবের সূচনায়
   ঘ. বিদালয়ে গমনের পর

৪. শিখনের জন্য কোনটি প্রয়োজন নয়?
   ক. অভিজ্ঞতা অর্জন
   খ. প্রচুর দৈহিক শক্তি
   গ. প্রেষণা
   ঘ. অনুশীলন

৫. কোনটি সামাজিক উপাদান?
   ক. বৃক্ষ
   খ. পরিবার
   গ. আলো-বাতাস
   ঘ. নদী

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত উপাদান গুলির পরিচয় দিন।
২. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা করুন।
৩. শিক্ষর্থীর সুষ্ঠু শিখনে সামাজিক উপাদানগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। ঘ, ২। গ, ৩। খ, ৪। খ, ৫। খ

পাঠ ৬

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতি
[Methods Used in Educational Psychology]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির নাম বলতে পারবেন
- ♦ প্রতিটি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ♦ পদ্ধতিগুলির মধ্যে তুলনা করতে পারবেন
- ♦ পদ্ধতিগুলির প্রয়োগে ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।

নির্দিষ্ট পদ্ধতি মোতাবেক তথ্য সংগ্রহের ফলেই যে কোন বিষয় বিজ্ঞান হয়ে উঠে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর চেয়ে তাই পদ্ধতিই মুখ্য। বিজ্ঞান সম্মত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তথ্যাদি আহরিত হয় বলেই মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সংগত কারণেই মনোবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত। তাই শিক্ষামনোবিজ্ঞানেরও রয়েছে কতগুলো পদ্ধতি যেমন —

- অন্তদর্শন পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
- পরীক্ষণ পদ্ধতি
- কেস স্টাডি
- বিকাশমূলক পদ্ধতি
- চিকিৎসামূলক পদ্ধতি
- পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি

অর্ন্তদর্শন পদ্ধতি (Introspection Method)

মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার জন্য নিজের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করার নামই অর্ন্তদর্শন পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানী স্টাউটের মতে-সুস্পষ্ট আত্মচেতনার একটি বিশেষ অবস্থাই হলো অর্ন্তদর্শন। আপনি হয়তো কোন কারণে রাগ করেছেন- আপনি নিজে যখন এই রাগের কারণ, ধীরে ধীরে রাগ বেড়ে যাওয়া, রাগের সময় কি কি কাজ করলেন, তারপর কি ভাবে তা কমে গেল ইত্যাদি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলেন তাই হলো অর্ন্তদর্শন পদ্ধতি । যেহেতু এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি কেবল নিজের মানসিক প্রক্রিয়াই লক্ষ্য করতে পারে- তাই এটি ব্যক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি।

এটি মনোবিজ্ঞানের অতি প্রাচীন পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তি তার মানসিক প্রক্রিযাগুলোকে সরাসরি জানতে পারে যা অন্য পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। ব্যক্তি যখন খুশী তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। এতে অর্থব্যয় হয় না। মানসিক প্রক্রিয়ার তথ্যগুলি গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis) হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

অর্ন্তদর্শন পদ্ধতির অসুবিধা

অর্ন্তদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। এভাবে তথ্য আহরণ সহজসাধ্য নয়। আসলে অর্ন্তদর্শন করার সময় সংশ্লিষ্ট মানসিক প্রক্রিয়াটি উপস্থিত থাকে না। যখন আপনি রাগ করেছিলেন সেই সময় নিশ্চয়ই মানসিক প্রক্রিয়া জানার চেষ্টা করেন নাই, করেছেন এর পরে। তাই অর্ন্তদর্শন তখন আর অর্ন্তদর্শন থাকে না। তা হয় পশ্চাদনিরীক্ষণ (Retrospection)। প্রকৃত পক্ষে অর্ন্তদর্শন সম্ভব হয় না এই কারণে যে একই সময়ে মনকে বর্হিমুখী এবং অন্তর্মুখী করা সম্ভব নয়। রাগও করবো এবং একই সময়ে তা পর্যবেক্ষণও করব - এটা সম্ভব নয়। উপরন্তু পদ্ধতিটির সার্বজনীনতা নেই। কারণ শিশু, প্রাণী, পাগল, ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহারযোগ্যতা নেই। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য অনেক সময় হতে পারে অতিরঞ্জিত, মিথ্যা, অনুমান নির্ভর ও আংশিক।

পরিশেষে বলা যায় অর্ন্তদর্শন পদ্ধতিকে একেবারে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। কারণ মানসিক প্রক্রিয়া জানার একমাত্র প্রত্যক্ষ ও সরাসরি মাধ্যম এটি। সংগৃহীত তথ্যগুলি বৈজ্ঞানিক ও নির্ভরযোগ্য না হলেও তা গবেষণায় ব্যবহার করা যায়। স্বতন্ত্র পদ্ধতি না হলেও সম্পূরক পদ্ধতি হিসেবে এটি গ্রহন করা যেতে পারে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method)

অন্যের আচরণ গভীর ভাবে বারবার লক্ষ্য করে মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করা হলো পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি । আমরা ব্যক্তিবিশেষের মনকে জানতে পারিনা কিন্তু মনে কি ঘটছে তার বহিঃপ্রকাশ দেখি তার আচরণে এবং কার্যকলাপে। তাই মনকে জানার এটি একটি পরোক্ষ পদ্ধতি। যদি দেখি কারো হাত মুষ্টিবন্ধ,মুখ লাল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, গলার স্বর তীব্র তখন বুঝি ব্যক্তিটি রাগ করেছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। একটু চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারবো যে পর্যবেক্ষণের ভিত্তি আসলে অর্ন্তদর্শন । অর্ন্তদর্শন পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিনিষ্ঠ কিন্তু পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হলো বা বস্তুনিষ্ঠ (Objective Method)।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমেই আমরা অপরের মানসিক প্রক্রিয়াকে জানতে পারি। ব্যক্তি ছাড়াও কোন সমাজের রীতিনীতি, সাহিত্য, বিধিনিষেধ আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে আমরা সমাজ মনকে জানতে পারি। শিশু, প্রাণী, ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে আমরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে জানতে পারি। অর্ন্তদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য আশিংক এবং অসম্পর্ণ কিন্তু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা নিয়ে আসে। তাই এ পদ্ধতির রয়েছে ব্যাপকতা। সবরকম আচরণই এই পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা যায়। স্বাভাবিক পরিবেশে আচরণ লক্ষ্য করা যায়। আবার এই পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য খুব একটা দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

চিত্র ১-৬.১ প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে একজন পর্যবেক্ষক নার্সারী ক্লাসের শিশুদের খেলা পর্যবেক্ষণ করছেন ও নোট নিচ্ছেন

সীমাবদ্ধতা

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অপরের আচরণ দেখে তা ব্যাখ্যা করার সময় আমরা আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনাও আরোপ করতে পারি। অনেক সময় পর্যবেক্ষণের রেকর্ড ভুল হতে পারে ও ভুলে যেতে পারি। অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষ তার আচরণ প্রকাশ করার সময় কপটতার আশ্রয় নিতে পারে। আবার একজন লোককে কাঁদতে দেখলেই আমরা মনে করতে পারিনা যে সে দুঃখে কাঁদছে। অনেক চরম সুখেও লোকে কাঁদে। তাছাড়া কোনও লোক বা গোষ্টি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা আমাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রভাব নিয়ে আসতে পারে। আবার শিশু,পশু এবং ক্ষীণবুদ্ধিদের আচরণের সুস্থ স্বাভাবিক বয়স্ক মানুষের মন দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তা সঠিক নাও হতে পারে। ক্যামেরা অডিও-ভিডিও ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং দীর্ঘদিন পুংখানুপুংখরূপে বারবার পর্যবেক্ষণ করে ত্রুটিগুলি দূর করা সম্ভব।

পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method)

কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোন মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতিকে পরীক্ষণ পদ্ধতি বলে।

এই পদ্ধতিতে কোনও একটি অবস্থাকে পরিবর্তন করলে কি ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন মনে করলে পরীক্ষাটি বার বার চালিয়ে ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা যায়।

অনির্ভরশীল চল
নির্ভরশীল চল

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে প্রথমে একটি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। তারপর প্রকল্প (Hypothesis) গঠন করে অনির্ভরশীল চল (Independent variable) ও নির্ভরশীল চল (Dependent variable) নির্ধারণ করা হয়। একটু ব্যাখ্যা দেয়া যাক। ধরুন 'মানচিত্র' ব্যবহার করে ক্লাসে ভূগোল পড়ালে শিখন অধিক ফলপ্রস হবে কিনা-এটি একটি সমস্যা। তখন একটি অনুমিত জবাব বা

প্রকল্প নেওয়া হয় যেমন 'মানচিত্রসহ পাঠদান করলে শিখন অধিক ফলপ্রস হবে'। এখানে দুটি চল আছে, মানচিত্রসহ পাঠদান কে আমরা বলি (Independent variable) অনির্ভরশীল চল আবার অধিক ফলপ্রস শিখন'কে বলি (Dependent variable) নির্ভরশীল চল। একটি কারণ অপরটি ফলাফল। একটি উদ্দীপক অপরটি প্রতিক্রিয়া। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে এটি মাত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয় আর সব অপরিবর্তিত থাকে। যেমন উল্লিখিত সমস্যাটির পরীক্ষণের জন্য আমরা সমসংখ্যক দুটি দল তৈরি করতে পারি। এদল দুটি আবার বুদ্ধিমত্তা, বয়স,পূর্ব অভিজ্ঞতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোট কথা সব দিক দিয়ে সমপর্যায়ের হবে। যে বিষয়টি পড়ানো হবে এবং যে পরীক্ষা নেয়া হবে তা একই হবে। শুধু একটি দলে মানচিত্র ব্যবহার করা হবে অপর দলে ব্যবহার করা হবে না। এখন যদি উভয় দলের ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তবে বুঝতে হবে তা হয়েছে Independent variable অর্থাৎ মানচিত্র ব্যবহারের জন্য। যে দলটিতে মানচিত্র ব্যবহার করা হবে ঐ দলকে পরীক্ষণমূলক দল' (Experimental Group) আর যে দলে মানচিত্র ব্যবহার করা হবে না সে দলকে নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group) বলা হবে। যিনি পরীক্ষা চালান তাকে বলা পরীক্ষক বা গবেষক আর যাদের উপর পরীক্ষণ চালানো হয় তাদেরকে বলা হয় 'পর্যবেক্ষণ পাত্র' (Subject) । যদি পরীক্ষা চালানোর পর দেখা যায় যে মানচিত্র সহকারে পাঠদান করার ফলে শিক্ষার্থীরা বেশী ভাল করেছে- তখন বলা যাবে প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে। ফলাফল বিপরীত হলে বিপরীতটি সত্য অর্থাৎ প্রকল্পটি অপ্রমাণিত বা বাতিল। স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্য পরীক্ষাটি বার বার চালাতে হয়।

সুবিধা

পরীক্ষণ পদ্ধতির রয়েছে কতগুলো সুবিধা। কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা বারবার একই পরীক্ষা চালাতে পারি। আবার পরিবেশ আমাদের নিয়ন্ত্রনে থাকায় সর্তকতার সঙ্গে আমরা ফলাফল গ্রহন করতে পারি। একইরূপ পরীক্ষা একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সম্পন্ন করা সম্ভব। ফলে ফলাফলের মধ্যেকার পার্থক্য ও তুলনা করা সম্ভব হয়।

অসুবিধা

এই পদ্ধতির বিপক্ষে বলা হয় যে এতে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। কৃত্রিম পরিবেশে মানুষের আচরণ স্বাভাবিক না থেকে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। অনেক সময় মানসিক প্রক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রন সম্ভব হয় না । আবার মানুষকে নিয়ে সব পরীক্ষা সব সময় সম্ভব হয় না- যেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল।

উল্লিখিত ত্রুটি সত্ত্বেও পরীক্ষণ পদ্ধতিকে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর বস্তুনিষ্ঠতা, পুনরাবৃত্তি, নিয়ন্ত্রণ ও যথার্থতা প্রমাণের সুযোগ থাকার ওপর এর উপযোগিতা স্বীকৃত।

কেস স্টাডি বা কেস হিস্ট্রি (Case Study/Case History)

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিবরণ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস তৈরি করা হয়। এখানে তথ্য সংগৃহীত হয় পরোক্ষভাবে। মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন,প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবের প্রতিবেদন, ব্যক্তিবিশেষের ডাইরি, অঙ্কন, ভাষণ ইত্যাদি থেকে ব্যক্তিবিশেষের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত নিম্নরূপ তথ্য সংগ্রহ করা হয় —

- ব্যক্তির নাম, ঠিকানা,পেশা, বয়স

- সমস্যার বিবরণ
- পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কের ধরণ
- দৈহিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য ও আত্মরক্ষামূলক অভিযোজন
- ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিমত্তা, অভ্যাস, শখের কাজ ইত্যাদি।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, যদি একটি ছেলে বার বার স্কুল থেকে পালিয়ে যায় তবে-তা একটি সমস্যা। সমস্যার কারণ জানা এবং প্রতিকারের জন্য অবশ্যই ঐ ছেলেটির কেস হিস্ট্রি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তার পারিবারিক, শিক্ষায়তন সংক্রান্ত এবং উলি-খিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা না হলে তার সমস্যার ব্যাপারে সহায়তা দান করা যাবে না।

ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতি (Development Method)

এই পদ্ধতিতে মাতৃগর্ভ থেকে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে দু'টি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কখনো একই ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে তার কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। যেমন —

- দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি (Longitudinal Approach)
- প্রস্থচ্ছেদ পদ্ধতি (Cross -Sectional Approach)

৩ বছর, ৬ বছর, ১২ বছর এবং ১৬ বছর বয়সে একটি ছেলের ভাষার বিকাশ পর্যবেক্ষণ করা হল। একে Longitudinal Approach বলে। আবার কখনো বিভিন্ন বয়সের একদল শিশু কিশোরকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। একে Cross -Sectional Approach বলে। যেমন- একই সময়ে ৪ বছর বয়সী একদল, ৬ বছর বয়সী একদল এবং ১০ বছর বয়সী একদল শিশুর ভাষার বিকাশ পর্যবেক্ষণ করা হল।

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clincal Method)

শিক্ষামনোবিজ্ঞানের সাথে অস্বভাবী আচরণ অথবা মনোবিকৃতির সম্পর্ক রয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষার জন্য মানসিক সুস্থতা অপরিহার্য। সে জন্য অসুস্থ মানসিকতার শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কতগুলি পদ্ধতি সে জন্য এখন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন —

ক) ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি তার দ্বন্দ্বের কারণগুলি খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করে ফলে কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা সহজ হয়।

খ) প্রতিফলন অভীক্ষা

ব্যক্তিসত্তার জটিলতর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য নিগোক্ত অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। রসাক ইনকব্লট টেস্ট (Ink Blot Test), কাহিনী সং প্রত্যক্ষণ অভীক্ষা, (ThematicApperception Test/TAT); শব্দ অনুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test/WAT) প্রভৃতি।

গ) প্রশ্নমালা

এই পদ্ধতিতে প্রশ্নমালায় প্রদত্ত বিশেষ প্রশ্নের উত্তর বা মতামত দিয়ে ব্যক্তি বিশেষ তার মানসিক সংগঠন, মনোভাব, ঝোঁক, ব দ্ধি, পারগতা পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

পরিসংখ্যানম লক পদ্ধতি (Statistical Method)

সংগৃহীত তথ্যগুলিকে এই পদ্ধতিতে গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিবিশেষের মানসিক সংগঠন বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিসংখ্যানের দ্রুত উন্নতির ফলে শিক্ষামনোবিজ্ঞানে তা বিপুল পরিমাণে এবং সফল ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি প্রয়োগিক শাখা। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বেশ কতগুলি পদ্ধতির ব্যবহার করে থাকে। এসব পদ্ধতির সবগুলোই পুরোপুরি ভাবে বৈজ্ঞানিক না হলেও শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে সক্ষম। তাই সম্পরক পদ্ধতি হিসাবে অন্তদর্শন আজো সমাদরে গৃহীত। অপরদিকে পরীক্ষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক হলেও এরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পরীক্ষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আচরণকে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে ব্যক্তি সচেতন হয়ে পড়ে যার ফলে আচরণে কৃত্রিমতা এসে যায়। তবে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের যে কোন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন পদ্ধতিটি গোষ্ঠী আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম?
   ক. অর্ন্তদর্শন
   খ. পরিসংখ্যানমূলক
   গ. চিকিৎসামূলক
   ঘ. পর্যবেক্ষণ

২. শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি?
   ক. ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতি
   খ. চিকিৎসামূলক পদ্ধতি
   গ. পরীক্ষণ পদ্ধতি
   ঘ. উপরের একাধিক পদ্ধতি

৩. মাতৃগর্ভ থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
   ক. কেস স্টাডি
   খ. বিকাশমূলক
   গ. পরীক্ষণ
   ঘ. একটিও না

৪. কোন পদ্ধতিতে কাহিনী সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা ব্যবহৃত হয় ?
   ক. পরীক্ষণ পদ্ধতি
   খ. কেস স্টাডি
   গ. চিকিৎসামূলক পদ্ধতি
   ঘ. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাথে অর্ন্তদর্শন পদ্ধতির তুলনা করুন।
২. অনুমিত সিদ্ধান্ত ও 'চল' বলতে কি বোঝেন? পরীক্ষণ পদ্ধতি কেন উত্তম পদ্ধতি?
৩. ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতির সাথে 'কেস ষ্টাডির' কি পার্থক্য?
৩. চিকিৎসামূলক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অভীক্ষাগুলির পরিচয় দিন।
৪. শিক্ষামনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যানমূলক উপযোগিতা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। ঘ, ২। গ, ৩। খ, ৪। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. সর্বপ্রথম কোন গ্রন্থে আমরা (PSYCHOLOGY)) শব্দটির সন্ধান পাই?
   ক. Republic
   খ. Know Thyself
   গ. Psychology
   ঘ. De Anima

২. শুধু 'মানুষের আচরণই' মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু-কে বলেছেন?
   ক. জে.বি. ওয়াটসন
   খ. কফকা
   গ. থর্নডাইক
   ঘ. ম্যাকডুগাল

৩. তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানে কার আচরণ আলোচিত হয়?
   ক. মানুষ
   খ. প্রাণী
   গ. মানুষ ও প্রাণী
   ঘ. একটিও না

৪. শিখনের ফলাফল সংগ্রহের জন্য কোন বিষয়ের দক্ষতা প্রয়োজন ?
   ক. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
   খ. শিল্প মনোবিজ্ঞান
   গ. নির্দেশনা
   ঘ. মূল্যায়ন

৫. ক্ষীণবুদ্ধিদের নিয়ে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞানের কোন শাখা?
   ক. শিশু মনোবিজ্ঞান
   খ. অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান
   গ. নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান
   ঘ. উপরের সবক'টি

৬. তিনমাস বয়সের শিশু লিখতে পারেনা কিসের অভাবে?
   ক. প্রশিক্ষণ
   খ. নির্দেশনা
   গ. পরিণমন
   ঘ. পরিবেশ

৭. কোনটি সম্পরক পদ্ধতি?
   ক. পর্যবেক্ষণ
   খ. পরীক্ষণ
   গ. অর্ন্তদর্শন
   ঘ. পরিসংখ্যান

৮. একই রূপ পরীক্ষা এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে করা সম্ভব কোন পদ্ধতিতে ?
   ক. পরীক্ষণ
   খ. পর্যবেক্ষণ
   গ. চিকিৎসামূলক
   ঘ. ক্রমবিকাশমূলক

৯. অপরাধপ্রবণ একটি ছেলের তথ্য সংগ্রহ কোন পদ্ধতিতে সম্ভব?
   ক. ক্রমবিকাশমূলক
   খ. পরীক্ষণ
   গ. কেস-ষ্টাডি
   ঘ. অর্ন্তদর্শন

১০. কোন অভীক্ষটি প্রতিফলন অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়?
   ক. T.A.T
   খ. প্রশ্নমালা (Questionnaire)
   গ. রসাক ইন্‌ক ব্লট টেস্ট
   ঘ. W.A.T

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিজ্ঞান কাকে বলে? মনোবিজ্ঞান কেন বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান?

২. শিক্ষামনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারনা দিন।

৩. অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের সাথে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের কেমন সম্পর্ক?

৪. কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয়েছে কোন নীতিকে অবলম্বন করে? আলোচনা করুন।

৫. শিখন প্রক্রিয়ার স্তরগুলির পরিচয় দিন।

৬. পরীক্ষণ পদ্ধতির কার্যধারা বুঝিয়ে দিন।

৭. ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতির সম্পর্কে বলুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন।

২. মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষামনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. শিশুমনোবিজ্ঞানের সাথে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের কারণ ব্যাখ্যা করুন। বিশিষ্ট শিশু মনোবিজ্ঞানীদের অবদান উল্লেখ করুন।

৪. শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য জানা দরকার কেন? শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দিন।

৫. পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং কার্যধারা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৬. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কার্যধারা সম্পর্কে আলোচনা করুন। একে কি ভাবে ত্রুটিমুক্ত করা যায়?

সঠিক উত্তর ঃ

অ) ১। ঘ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। ঘ, ৬। গ, ৭। গ, ৮। ক, ৯। গ, ১০। খ